ঝিনাইদহের “সমাধান ফাউন্ডেশনের” চেয়ারম্যান আটক

যুবক-যুবতিদের নিকট থেকে কাজের প্রলোভন দিয়ে ৪৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালানোর সময় প্রশাসনের হাতে আটক হয়েছে ঝিনাইদহের সমাধান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদি হাসান। চুয়াডাঙ্গায় থেকে ৭৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালানোর পর ঝিনাইদহে ঘাঁটি গেঁড়েছে এই প্রতারণা মুলক প্রতিষ্ঠানটি। ইতিমধ্যে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলা থেকে প্রায় দেড়’শ যুবক-যুবতীর কাছ থেকে ৩০ হাজার ৫শ টাকা করে প্রায় ৪৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে খবর পেয়ে অফিসটিতে হানা দেয় পুলিশ। অভিযানের খবর আঁচ করতে পেরে অফিসের নিচে বিপুল অংকের টাকা নিয়ে দাড়িয়ে থাকা ঢাকা মেট্রো-গ-২৬-৭৫২৩ নাম্বারের একটি প্রাইভেট কার আইনশৃংঙ্খলা বাহিনীর অভিযান চালানোর আগেই পালিয়ে যায়।

কথিত সমাধান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসানও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, সেসময় পুলিশ তাকে আটক করে ঝিনাইদহ সদর থানায় নিয়ে যায়। তবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সমাধান ফাউন্ডেশনের অর্গানাইজার ও টাকা আদায়কারী হরিণাকুন্ডু উপজেলার রথখোলা গ্রামের হায়দার হাসনাত।

সরকারের একটি গোয়ন্দা বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, প্রায় আড়াই মাস আগে ঝিনাইদহ শহরের ব্যাপারীপাড়া জোড়াপুকুর সড়কে নিঝুম টাওয়ারে অফিস খুলে শত শত যুবক-যুবতীকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করায় সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার সংলগ্ন বাদেডিহী গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে চিহ্নিত প্রতারক খন্দকার মেহেদী হাসান। এপর্যন্ত ৪৬৯ জনের রেজিষ্ট্রেশন করা হলেও দেড় শতাধীক যুবক যুবতী বিনা স্লিপে লাখ লাখ টাকা জমা দিয়েছেন। এরমধ্যে দেড়’শ যুবক যুবতী প্রায় ৪৬ লাখ টাকা দিয়েছেন।

অভিযুক্ত সমাধান ফাউন্ডেশনের কথিত চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসান জানিয়েছেন, তারা যুবক যুবতীদের বিভিন্ন প্রডাক্ট এমনকি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে সহায়তা করবেন।

অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই আরিফ জানান, কাগজপত্র দেখে মনে হলো সংস্থাটি প্রতারণার সঙ্গে জড়িত। সমাধান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার মেহেদী হাসানের কথাবার্তা অসংলগ্ন। একেক সময় একেক তথ্য দিয়ে তিনি বিভ্রান্ত করছেন। এজন্য তাকে থানায় আনা হয়েছে। তিনি জানান, ভুক্তভোগীরা অভিযোগ দিলে পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করবে।